OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 264 - 272
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বরাক উপত্যকার রবিদাস সম্প্রদায়ের লুপ্তপ্রায় একটি বিবাহাচার

ড. বুবুল শর্মা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : bubulsarma1973@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Folklore, population, plantation workers, tanners, marriage, judicial system, community, lost.

Abstract
Along with people from other communities, people from the Ravidas community also came to Cachar district as chalani workers at various times since 1855. The people of the Rabidas population are mainly 'Nishads' or 'Proto Australoids'. They are untouchables, dalits, backward communities. So they live in mud houses far away from the locality, so that the people of other castes do not have any inconvenience. The language spoken by the Ravidas community is 'Bhojpuri'. Just as the Ravidas community has a distinct language, their social system, judicial system, various marriage rituals are all distinct. In fact, their society stands on some traditional principles and rules. There was a custom in the marriage culture of the Ravidas community, which has largely disappeared today. Our original report will discuss that secret ethos at length.

Discussion

(১)

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে আমাদের বাড়িতে কৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিলেন শুকলাল রবিদাস নামে এক ব্যক্তি। তাকে আমি শুকলাল কাকা বলেই ডাকতাম। শুকলাল কাকা এবং তার সম্প্রদায় বিবাহের বাদ্যকরের ভূমিকা পালন করতেন। একদিন বিবাহের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বললেন, তোমাদের বিয়ে এবং আমাদের বিয়েতে নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে অনেকটা পার্থক্য আছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন— আমাদের বিয়েতে একটা কুমারী ছাগল বলি দিয়ে হয়। কোন সময় এবং কীভাবে দিতে হয়, সেটা যখন তিনি আমাকে বললেন, তখন আমার সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে সেই লোকাচারটা প্রায় লুপ্ত। মনের কোণে উঁকি দেওয়া সেই রহস্যময় লোকাচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে আমি অনেক রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, কথা বলেছি ওই বিবাহচারের প্রসঙ্গ নিয়ে, কিন্তু সবাই প্রায়

আড়াল করে দেন। তারা বলেন, এটা তো আজকাল আর চলে না। সময়ের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে বিশেষ করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে ওদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণেই কী এই লোকাচার আজ বিলুপ্ত? এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে আমাদের এই প্রবন্ধের সূত্রপাত।

আসামের প্রান্তিক জনপদ বরাক উপত্যকা। নদী- নালা, খাল- বিল -হাওর, পাহাড়- পর্বতাদি বেষ্টিত পূর্বতন কাছাড় জেলা।

> "১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তারিখে প্রকাশ্য ঘোষণা পত্র ধারা ব্রিটিশ গভর্মেন্ট কাছাড় রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি কাছাড়ের ইতিহাসে এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে।"[১]

ঘন ঝুপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ বহু বর্গমাইল বিস্তৃত উক্ত জেলার উত্তরে নগাও ও নাগা পাহাড়, পূর্বে মনিপুর রাজ্য, দক্ষিণে লুসাই পাহাড়, পশ্চিমে শ্রীহট্ট জেলা ও জয়ন্তিয়া পাহাড়। কাছাড় জেলার বিস্তৃত পরিসর চা' বাগান স্থাপনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী; সেই জন্য আসামের অন্যান্য জেলার সাথে কাছাড় জেলাতেও ইংরেজরা চা বাগান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। উল্লেখ্য,

> "১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে কাছাড়ে সর্বপ্রথম চা বাগানের সৃষ্টি হয়।"[২]

তখন চা বাগানের কাজে নিয়োগ করা হয় স্থানীয় কর্মচারী। কিন্তু স্থানীয় কর্মচারীরা বাধা-ধরা, নিয়ম-নীতির গণ্ডির ভিতরে থাকতে চায় নি। তাই তারা বাগান শ্রমিকের কাজ ছেড়ে দেয়। চা বাগানের প্রতিষ্ঠা লগ্নেই ইংরেজরা শ্রমিকের অভাব উপলব্ধি করে তাই, আড়কাঠির (দালাল) মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য (বিহার, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অঞ্চল) থেকে প্রচুর পরিমাণে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। এই শ্রমিকদের মধ্যে আছে নানা ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ।

> "১৮৫৯ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত আড়কাঠিরাই ছিল শ্রমিক সংগ্রহের প্রধান হাতিয়ার। ১৮৭০ থেকে 'সর্দারি' প্রথাও চালু হয় এবং ১৯১৫ সাল পর্যন্ত উভয় ব্যবস্থা সক্রিয় ছিল সমান্তরালভাবে। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থাপনায় সুরমা- বরাকের Free Labour Recruitment- এরও ছাড়পত্র দেওয়া হয় ১৮৭৩ সালে।"[৩]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত অদক্ষ চালানি শ্রমিকরা শোষণ-শাসন-নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। তারই জীবন্ত উদাহরণ আছে এডগার সাহেবের কাছাড় ভ্রমণ বৃত্তান্তে। ১৮৬৩ সালের সিভিল সার্জেন্ট এডগার সাহেব চা' শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের উপর আলোকপাত করে লিখেছেন —

> "রোজকার কাজের নিরিক (Task) পূরণ করতে না পারলে শ্রমিকদের বেঁধে রেখে বেত্রাঘাতের মতো ঘটনা সচরাচর ও সর্বত্র ঘটত।"[৪]

(২)

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষরাও ১৮৫৫ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে চালানি শ্রমিক হিসেবে কাছাড় জেলায় আসে। লক্ষনীয় একটা বিষয়, শাসন-শোষণ-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল বাগান শ্রমিকদের। তাছাড়া, উপযুক্ত মজুরিও তারা পেত না। তাই ১৯২১-২২ সালের সময় পর্বে সমগ্র আসাম এবং পূর্ববাংলায় চা' শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে যে সংগ্রামের সৃষ্টি করেছিল তারই ফলস্বরূপ, বাগান শ্রমিকরা গণহারে বাগান ত্যাগ করে। এই প্রসঙ্গে অরূপ বৈশ্য মহাশয় বলেছেন —

> "প্রথমত বাগান গুলিতে শ্রমিকদের এক বড় অংশ ছিল হিন্দিভাষী চামার সম্প্রদায়ভুক্ত। এই শ্রমিকদেরকে মাত্র চার পাঁচ বছর আগেই উত্তর প্রদেশ থেকে আনা হয়েছিল এবং ফলে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> তাদের রাজনৈতিক অধিকার সচেতনতা ছিল অন্যান্যদের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে অধিক এবং তারা অন্যান্য চা'শ্রমিকদের মত চা বাগানের শোষণ যন্ত্রের অধীনে দীর্ঘকাল কাটিয়ে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকারের স্তরে উপনীত হয়নি। বাগান ত্যাগ করে যাওয়া চরগোলা ভ্যালির অর্ধেকের বেশি শ্রমিক উত্তরপ্রদেশের বাস্তি এবং গোরখপুর এই দুই জেলায় ফিরে যায়।"[৫]

এই আন্দোলনের ফলে অনেক বাগান শ্রমিক নিজ জন্মভূমিতে গিয়ে পৌঁছেছে কেউবা চিরতরে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। লক্ষণীয়, তিন চার পুরুষ থেকে বাগান শ্রমিকরা শাসন-শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হতে হতে একটা সময় নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে অনেক বাগান শ্রমিক চা-বাগানের পরাধীনতার গন্ডি অতিক্রম করে স্বাধীন জীবনে ফিরে আসে। কিন্তু যেতে পারেনা নিজের জন্মভূমিতে কারণ জন্মভূমি এখন তাদের কাছে কাছাড় জেলা। কারণ এই জেলাতেই তাদের দু-তিন পুরুষ আপন করে নিয়েছিল, আজ তারা স্বাধীন। রাজনৈতিক অধিকার সচেতনতা বাগানের অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় রবিদাস সম্প্রদায়ের অনেক বেশি ছিল। তাই দলে দলে রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষ বাগানের পরাধীন জীবন থেকে স্বাধীন জীবনে ফিরে আসে। তারা চা বাগানেরই পার্শ্ববর্তী কোন অনাবাদী ভূখণ্ড অথবা জমিদারের কোনো পরিত্যক্ত উঁচু টিলাভূমিতে ঘর বানিয়ে দলবেঁধে বাস করতে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে দলবদ্ধ ভাবে থাকাটা তাদের জীবিকার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। জীবিকা অর্জনের জন্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের বাড়ির গৃহস্থালীর কাজের সাথে কৃষিকাজও করতে থাকে। এইভাবে চলতে থাকে তাদের কঠোর জীবন সংগ্রাম। তারা অস্পৃশ্য, দলিত, পশ্চাদপট জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। তাই তারা লোকালয় থেকে অনেক দূরে মাটির ঘরে বাস করে, যাতে অন্য জাতির মানুষের কোন অসুবিধা না হয়। রবিদাস সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষা হল 'ভোজপুরি'। অঞ্চল বিশেষে ভোজপুরিয়া, দেবনাগরী, নাগরী, ভূতনাগরী বা দেশওয়ালি ভাষা নামেও পরিচিত। অত্যন্ত সুমিষ্ট 'ভোজপুরি' লোকভাষা, এই ভাষাতেই তারা কথা বলে, এই ভাষাতেই তাদের সংস্কৃতির আদান-প্রদানের প্রধান মাধ্যম। এই ভাষা'ই তাদের জাতিসত্ত্বা (Identity)। পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়েও বরাক উপত্যকায় তাদের লোকভাষা 'ভোজপুরি' আজও অবলুপ্ত নয়।

রবিদাস জনগোষ্ঠীর মানুষরা মূলত নিষাদ বা প্রোটো অস্ট্রালয়েড শ্রেণী ভূক্ত। এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য —

> "চন্ডাল বা চাড়াল, মুচি (চর্মকার), দুলিয়া (ডোলবাহী), কেওড়া, মল্ল, ধীবর প্রভৃতি অন্ত্যজ পর্যায়ের।"[৬]

তাদের আদি নিবাস অবিভক্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দ্বারভাঙ্গা, মোজাফফরপুর, বালিয়া, ছাপড়া, আরে, কনৌজ, পাটনা, মুঙ্গের, গাজীপুর, বাস্তি, গোরখপুর এইসব অঞ্চলে। এরাই ভারতের আদিম অধিবাসী, আদি অস্ট্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা দলিত, সমাজের তথাকথিত অত্যন্ত নিম্নস্তরের নিষাদ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ডম, কান্জার, হাবুরা, কল এবং জয়সয়ার এই পাঁচ ধরনের বর্ণহীন উপজাতি থেকে রবিদাস (চামার) সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন GEO. W. BRIGGS —

> "Got and sub-caste names show that many Chamars have sprung from the Dom, the Kanjar, the Habura, the Kol, the Jaiswar, and other castless tribes."[৭]

প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ্য, জাতিকাঠামোর সর্বনিম্নস্তরে যারা থাকেন তারা অন্ত্যজ নামে পরিচিত। অত্রির (১৯৯) মতে অন্ত্যজদের সাতটি বিভাগ আছে। সেই বিভাগে চর্মকাররাও আছেন।

> "রজক, চর্মকার, নট, বুড়ুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্ল।"[৮]

OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার মহর্ষি মনুর বর্ণনাতেও আমরা জানতে পারি, চর্মকাররা হচ্ছেন সংকর প্রজাতির। তারা "শূদ্র পুরুষ ও ক্ষত্রিয় নারীর শংকর বলা হয়েছে (মনু-৪/২১৮)।"[৯] দুই ধরনের চর্মকারের উল্লেখ আমরা মহর্ষি মনু'র রচনাতে পেয়ে থাকি, এবং তাদের পেশা কি হতে পারে তাও আমরা জানতে পারি।

> "কারাবর এবং ধিগ্‌ বন। প্রথমটি সম্ভবত সেই পেশার মানুষ যারা পশুদেহ থেকে চামড়া কর্তন করে এবং চামড়া তৈরি করে। দ্বিতীয়টি যারা চামড়ার কাজ করে, যেমন মুচি।"[১০]

তা যাই হোক না কেন, সর্বত্র তাদের সমান মর্যাদা নয়। কোন কোন অঞ্চলে 'চামার', আবার কোথাও 'মুচি', আবার কোথাও রবিদাস, ঋষিদাস, ঋষি ইত্যাদি নামে পরিচিত। আমরা জানি, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অধিকাংশ চর্মকাররা'ই হচ্ছেন রবিদাসপন্থী। চর্মকার বা চামাররা নিম্নবৃত্তিধারী হলেও তারা অস্পৃশ্য নয়। এই কথাগুলো আমরা বৈদিক সাহিত্য থেকে জানতে পারি। অন্যান্য অন্ত্যজ জাতিদের মতো চর্মকাররাও প্রাচীনতত্ত্বর দাবীদার।

> "বৈদিক সাহিত্যে চর্মশ্বা, চন্ডাল, পৌঙ্কস, বপ্তা, বিদলকার, বাসঃপলপুলী, প্রভৃতি নিম্ন বৃত্তির উল্লেখ থাকলেও এই সকল বৃত্তিধারীরা যে অস্পৃশ্য তা উল্লেখিত হয়নি।"[১১]

গোত্র বিভাগ : কাশ্যপ, জাটপ, ধূসিয়া (মগাইয়া), গুরিয়া, ধার, দোহার, জয়সুরিয়া, তাঁতি, সারকি, চুনিহার ইত্যাদি গোত্র। কাছাড় জেলার (ক্লেভার হাউস-জিপি) জ্ঞানলাল রবিদাস বলেছেন, 'রবিদাসরা পূর্বে অনেক গোত্রে বিভক্ত ছিল; বর্তমানে শুধুমাত্র কাশ্যপ, জাটপ, ধূসিয়া, গুরিয়ারা'ই আছে। কিন্তু কুরি (উপগোত্র) সাতটি— সূর্যবংশী, নুনা, দশরাহ, ধুলিয়া (ধূসিয়া), সত্যনামি, গাজীপুরিয়া, রেগর কলজিয়া।' ধূসিয়া (মগাইয়া) গোত্রের মানুষরাই পশুর চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করে এবং বিবাহ-অনুষ্ঠানে বাজনা বাজায়। এরাই বরাক উপত্যকার চামার (মোছর) বা মুচি। গবাদি পশুর মৃতদেহের সাথে চামারের নামযুক্ত। গবাদি পশু মারা যাওয়ার পর এদের ডাক পড়ে। তারা এসে সেই মৃত পশুর সৎকার করেন। অনেক সময় তারা যে গবাদি পশু মারা গেছে তার শুধু চামড়া তুলে দেন না, মাংসও খান। মরা পশুর মাংস যে ওরা খায় এই কথাটি আমি ফুলন্তী রবিদাসের কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে জেনেছিলাম তখন, আমি এই বিষয়টাকে বিশ্বাসই করিনি। কিন্তু আজ এই কথাগুলোর প্রমাণস্বরূপ আমরা জানতে পেরেছি, 'The Chamars' গ্রন্থের মাধ্যমে —

> "The Chamar's very name connects him with the carcasses of cattle. Besides, he not only removes the skins from the cattle that have died, but also he eats the flesh."[১২]

রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষরা যখন আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসতো তখন, আমার ঠাম্মা বলতেন, ওরা অস্পৃশ্য, ওরা চামার, ওরা মৃত পশুর সৎকার করে, চামড়া ছাড়ায়। সেই চামড়া দিয়ে ঢোলক বানায়। এবং তারা সেই মরা পশুর মাংসও খায়। তাই ওদের সাথে বেশি মেলামেশা করবে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ফুলন্তী রবিদাস নামে এক ভদ্র মহিলা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে বাড়ির বাইরের কাজকর্মগুলো করতেন। তাকে আমরা কাকী বলেই ডাকতাম। একদিন ওই ভদ্র মহিলা আমাদের বাড়িতে এসেছেন, মাথাতে বড় একটা ভারী বোঝা নিয়ে। এসেই তিনি আমার মা'কে বললেন, বজি (বৌদি) আজকে আর আমি কাজ করবো না। আমাকে বাড়িতে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। মা তখন বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে এসো। আমি তখন ওনার পিছনে লেগে গেলাম। কাকি তোমার মাথাতে কি আছে? তিনি বললেন, বাবু তুমি সরে দাঁড়াও তুমি আমার কিনারে আসবে না। ওটা একটা মরা ছাগল। আমি বললাম, এই মরা ছাগল দিয়ে তুমি কি করবে? তিনি বললেন, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই ছাগলের ছাল ছাড়াবো। সেই ছাল দিয়ে তোমার কাকা ঢোলকের ডাকনা তৈরি করবেন। আর মাংসটা আমরা সবাই খাব। আমি তখন আৎকে উঠে বললাম, মরা ছাগলের মাংস তোমরা খাও। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা একদিন থেকে পাঁচ দিনের মরা পশুর মাংসও খেতে পারি।

(৩)

এই প্রসঙ্গে ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস ওয়াইস এম ডি, 'Races Castes and Trades' গ্রন্থে বলেছেন —

> "জুতা বানায় চামার আর ঋষিরা।"[১৩]

অমলেন্দু গুহ তার 'প্লান্টার রাজ টু স্বরাজ গ্রন্থে' রবিদাস সম্প্রদায়কে চামার বলেই উল্লেখ করেছেন —

> "It appears that a considerable proportion of plantation Labour there were Hindi-speaking non-tribals (mainly Chamar by Caste) who came from the Uttar Prodesh districts."[১৪]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, মুচি-সম্প্রদায়ের দুইজন অশিক্ষিত মানুষ (চিড়িতন মুচি এবং কালীচরণ মুচি) ১৯৩০ সালে আসাম কংগ্রেস কমিটির সদস্য হয়ে মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (MLC) সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

> "The Sylhet District Congress Committee, however, had put the diarchy to ridicule by getting two Un-littered Cobblers, Chirtan Muchi and Kalicharn Muchi, returned to the Assam Council, in 1930, from the South Sylhet and Sunamganj Constituencies, to sit with the Rai Bahadurs and Khan Sahebs."[১৫]

অন্যদিকে, গজেন্দ্র চন্দ্র মালাকার বলেছেন —

> "চিড়িতন রবিদাস নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (MLC) নির্বাচিত হলেন।"[১৬]

(৪)

আদি ধর্মগুরু সন্ত রবিদাসজির নামানুসারেই রবিদাস সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছে। সন্ত রবিদাসকে কখনো রুহিদাস, রৌদাস, ঋষি নামে ডাকা হলেও মূলত ব্যক্তি হিসেবে তিনি অভিন্ন। চামড়ার কাজের সাথে জড়িত থাকার কারণে রবিদাসদেরকে অনেক সময় বিকৃতভাবে চামার বা মুচি হিসেবে ডাকা হত। বর্তমান সময়ে এই শব্দটি অনেকটাই লুপ্ত। রবিদাসরা এই শব্দটিকে খুবই অসম্মানজনক বলে মনে করে। অন্যান্য দলিত সম্প্রদায়ের ন্যায় রবিদাসদেরও নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি রয়েছে। এই দলিত জনগোষ্ঠী মূলত একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, যারা বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করলেও তাদের স্বতন্ত্র ভাষা আছে। নাগরী, ভোজপুরিয়া। আজ থেকে দু-দশক আগেও রবিদাস সম্প্রদায়ের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা থাকলেও দারিদ্রতা, অশিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রতি ধাবিত হয়ে নিজস্ব সংস্কৃতি দিনের পর দিন বিলুপ্তির পথে। কিন্তু বর্তমান সময়ে রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের সংস্কৃতিকে তারা টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

রবিদাস জনগোষ্ঠী হল 'নিষাদ' বা 'পেট্রো-অস্ট্রালয়েড' শ্রেণীর জনগোষ্ঠী। তারাই হরিজন, তাদের উপাস্য দেবতারা হলেন- ডিহ (গ্রামদেবতা), শীতলা, পরমেশ্বরী, শিব নারায়ণ ইত্যাদি। পূজা পার্বণের ক্ষেত্রে-বৃত্তিয়াপূজা, গাদীপূজা, ছট পূজা, দেওয়ালী পূজা, ভূতপূজা, জন্মাষ্টমী, সূর্যপূজা, পুষরা (পৌষপার্বণ), পদ্মামাইয়া (মনসাপূজা), বনশক্তি, শিবরাত্রি, বাসন্তী, হোলিয়া (ফাগুয়া, দোল উৎসব), নওমী (রাম নবমী) ইত্যাদি তারা পালন করে থাকে। রবিদাসদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হল সূর্য পূজা বা ছট পূজা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিবাহ : রবিদাস সম্প্রদায়ের সামাজিক নিয়ম অনুসারে বরাক উপত্যকায় গাজিপুরিয়া, সূর্যবংশী, দশরাহ' – এই তিন উপগোত্রের মধ্যে বিবাহ হলে অতি উত্তম। আবার বর্তমান সময়ে রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যনামি, ধুসিয়া এবং নোনা এই তিন উপ গোত্রের মধ্যেও বিবাহ সম্পন্ন হয়, এই বিবাহ অধম জুটক। সমাজের মুখিয়া প্রধানের মত নিয়েই এই বিবাহের কাজ সমাপ্ত হয়। রবিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ বংশ এবং সমগোত্রে বিবাহ হয় না কিন্তু, এই বিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলিত। বর্তমানে বরাক উপত্যকায় রবিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে সাত ধরনের বিবাহ প্রথা প্রচলিত —

১. সামাজিক বিবাহ।
২. ভাব ভালোবাসা।
৩. জোর জবরদস্তি।
৪. সাঙ্গা (বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে)।
৫. বরপণ দিয়ে জামাই ক্রয় করা।
৬. বাল্যবিবাহ।
৭. যমজ বিবাহ। এই বিবাহটা একটু ইন্টারেষ্টিং, একই সাথে একই দিনে যমজ পুত্রের সঙ্গে যমজ কন্যার বিবাহ।

রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন নেই। কিন্তু কোন কারণবশত প্রথম বিবাহ ভেঙ্গে গেলে দ্বিতীয় বিবাহ করা যায়। সেই ক্ষেত্রে সমাজের লোকদের ভুরিভোজন করাতে হবে। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে অনেক সময় অবিভাবকদের ডেকে এনে দোষীপক্ষকে আর্থিকভাবে জরিমানা করা হয়। আবার সমাজের অনুমতি ব্যতীত ধর্ম পরিবর্তন করে বিবাহ করলে জরিমানা হবে, এমনকি সমাজচ্যুত বা একঘরে করেও রাখা হয়। রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌতুক (গয়না/ মোহর/ তিলক) প্রথার প্রচলন ছিল। বর্তমানে তারা পূর্বের তুলনায় যৌতুক প্রথার দিকে বেশি'ই ঝুঁকছে।

রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয় এক থেকে তিন দিনের মধ্যে। একদিনের বিবাহকে এক মাংরা (দিন) বিবাহ বলা হয়। ঠিক এইভাবে দুই দিনের বিবাহকে দুই মাংরা, তিনদিনের বিবাহকে তিন মাংরা বলা হয়। বস্তুত যারা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল তারাই একদিনের বিবাহের আয়োজন করে এই বিবাহকে 'হাজম' বিবাহও বলা হয়। একদিনের মধ্যেই আলোচনা হবে, বাগদান হবে, মঙ্গলাচরণ হবে, বিবাহ হবে। এই বিবাহের সমস্ত কিছু নির্ভর করে সমাজের গুরুত্বের উপর। দুই পক্ষের মিলিত সহযোগে চধরী (মুখিয়া), মহন্ত (পন্ডিত) ও বরপক্ষের কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন মিলে কনের বাড়িতেই এই বিবাহ সম্পন্ন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আনুমানিক ৫০/ ৫৫ ঘর নিয়ে একজন সমাজপতি নির্বাচন করা হয়, তাকেই চধরী বা মুখিয়া বলা হয়। আবার রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোন একজন পড়াশোনার মাধ্যমে পুরোহিতবৃত্তির কাজটা করে থাকেন, তাকেই মহন্ত বা পন্ডিত বলা হয়। রবিদাস সম্প্রদায়ের সমাজ ব্যবস্থায় মুখিয়া এবং মহন্তের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৫)

রবিদাস সম্প্রদায়ের বিবাহের লোকাচারে এমন একটি প্রথা প্রচলিত ছিল, যে প্রথাটি আজ অনেকটাই লুপ্ত। সেই লোকাচারটি বরের বাড়িতেই পালিত হতো। যেদিন বিবাহ হবে, সেই দিন দুপুর বেলা (যৌবন সমাগমের প্রাক মুহূর্ত অর্থাৎ একটা কুমারী ছাগল আগে থেকেই নির্বাচন করে রাখা হয়।) অত্যন্ত হৃষ্ঠপুষ্ট একটি কুমারী ছাগল তাদের গৃহদেবতা (গ্রামদেবতা) ডিহ, শীতলা, পরমেশ্বরী দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হতো অত্যন্ত গোপনে। এই বলিকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেন স্বয়ং বর, বরের পিতা, কাকা, জ্যাঠ্য, ছোট ভাই, বড় ভাই অথবা বোনের স্বামী। যে ঘরে নববধূকে নিয়ে বর থাকবে সেই ঘরের মধ্যেই গৃহ দেবতাদের সম্মুখে কুমারী ছাগলটিকে এক কূপে বলি দেওয়া হবে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি তার ছাল ছাড়িয়ে মাংস বের করে নেওয়া হয়। তারপর সেই কুমারী ছাগলের মাথা, চামড়া ভড়, নাড়ি-ভুড়ি সমস্ত কিছুই সেই ঘরের ভিতরেই একটা গর্ত করে সেখানে পুতে দেওয়া হয়। তারপর গোবর জলের প্রলেপ দিয়ে গর্তের অস্তিত্ব মুছে দেওয়া হয়। তারপর

সেই মাংস রান্না করে একান্ত আপনজনরাই ভক্ষণ করবে। তারপর বর জামাই সাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়।

রবিদাস সম্প্রদায়ের পূজার স্থান কিন্তু তাদের শোবার ঘরের'ই এক পার্শ্বে চৌকি রেখে পূজার ঘর (গাদিঘর, ধামঘর) তৈরি করে। আবার অনেক সময় মেয়ের বাড়িতে মঙ্গলাচরণের দিন গৃহ দেবতার সম্মুখে মাটিতে পাঁচটা সিদুরের ফোটা দিয়ে একটা পাঁঠা ছাগল ও একটি কুমারী ছাগলকে বলি দেওয়া হয়। তারপর বলিকৃত মাথা দেবী শীতলার সামনেই রাখতে হয়। মাংস রান্না হবে বর এবং কনের আত্মীয়স্বজনরা মদ্য-মাংস সহযোগে ভক্ষণ করেন। ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমি জানতে পেরেছি, রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে মদ (দারু) পানের রেওয়াজ আজও আছে।

ক্ষেত্র সমীক্ষার গিয়ে আমি জানতে পেরেছি, অনেকেই কিন্তু এই লোকাচারটির কথা আড়াল করে দেন, বলেন আমাদের গোত্রে এই ধরনের লোকাচারের প্রচলন ছিল না। ৭-টা কুরির (উপ-গোত্র) বাইরে যারা আছে অথবা পুরনো নিয়মে যারা বিবাহ দিতে চায়, তারাই এই প্রথা বা লোকাচারটি পালন করে থাকে। বর্তমান সময়েও বিবাহ উপলক্ষে কুমারী ছাগল বলি দেওয়া হয়, কিন্তু ঘরের ভিতরে নয় ঘরের বাইরে খুবই গোপনে। এবং খুব তাড়াতাড়ি বলি রক্ত জল দিয়ে মুছে দেওয়া হয়। মাংস রেখে চামড়া হাড়-গোড় ইত্যাদি জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নিকট আত্মীয় এবং অন্য যারা উপস্থিত, আর যাদের রুচি হয় তারাই সেই মাংস ভক্ষণ করেন। পূর্বের নিয়ম অনেকগুলোই কিন্তু বর্তমানে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু সেই লোকাচারটি যে তারা মেনে চলেছেন তার প্রমাণ কিন্তু আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। 'The Chamars' গ্রন্থে Geo.W. Briggs রবিদাস সম্প্রদায়ের বিবাহ উপলক্ষে পরমেশ্বরী দেবীর সম্মুখে ছাগল বলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন—

> "Then, in some places, a goat or ram is sacrificed to Parameshwari Devi. The flesh of the slaughtered animal is cooked for the marriage feast."[১৭]

লৌকিক দেব পূজায় যে কুমারী পশুর বলি হত তার, উল্লেখ আমরা 'মানব সভ্যতায় কুমারী বলি' গ্রন্থে পেয়ে থাকি', কুমারীবলির চিত্র থাকলেও স্ত্রী-পশুবধের চিত্র আমাদের দেশে প্রায় নেই। কালিকাপুরাণ সাধারণভাবে স্ত্রী-পশুবধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও বহুসংখ্যক বলির ক্ষেত্রে তা শিথিলীকৃত। লৌকিক দেবপূজায় কিন্তু স্ত্রী-পশুর বলিই বিহিত।[১৮] বস্তুত আদিম প্রবৃত্তির মর্ম মূল থেকে উৎসারিত কিছু লোকাচার এখনো তাদের মধ্যে প্রচলিত। বস্তুত নারীর শরীরের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার বিস্তৃত করতে এই ধরনের লোকাচারের প্রবর্তন হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। হয়তো তাদের মধ্যে এমন একটি ধর্মবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল, সেই বিশ্বাসই তাদের জীবনে বিধৃত হয়ে আছে। আমরা জানি, 'সংস্কৃতি সমাজের দর্পণ' তাই বলা যেতে পারে –

> "সংস্কৃতির রাজ্যে ব্যক্তিবাদের যত বেশি প্রাধান্য, অপসংস্কৃতির তত বেশি রবরবা।"[১৯]

অবশ্য মানুষের মধ্যে আর সমাজ জীবনে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই তাই, বাস্তবিকভাবে মানুষ নিজের ইচ্ছা শক্তিকে নিরঙ্কুশ ভাবে প্রয়োগ করতে পারে না বলেই জড়িয়ে পড়ে অদৃশ্য এক কৃৎ কৌশলের জগতে। তারা তখন প্রকৃতির ভারসাম্যের বিনাশ ঘটিয়ে নতুন ছন্দে নববধূকে স্বাগত জানানোর প্রয়াস খুঁজে। বরাক উপত্যকার এই দলিত সমাজকে ঘিরে বৈষম্য-বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতার সঙ্গে দারিদ্রতার একটা সম্পর্ক ছিল। তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। পুরুষতন্ত্রের প্রাধান্যের ফলে নারীদের খুব অল্প বয়সেই বিয়ে দেওয়া হত। বিয়েতে যৌতুকের প্রসঙ্গ বড় অংকের, সে গরিব হোক আর ধনী হোক। আবার বিয়েতে গোত্র ভেদও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিয়েতে নারীর পছন্দের কোন অধিকার নেই।

রবিদাস সম্প্রদায়ের যেমন স্বতন্ত্র ভাষা আছে, ঠিক তেমনি তাদের সমাজ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, বিবাহের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুই স্বতন্ত্র। বস্তুত প্রথাগত কিছু নীতি ও নিয়মের উপর দাঁড়িয়ে আছে তাদের সমাজ। তাদের মধ্যে জাতিগত ও সামাজিক ঐতিহ্যের বহু ধারা বিদ্যমান। তারা উক্ত উপত্যকার আদি বাসিন্দা নন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল

থেকে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে চা বাগানের বিভিন্ন কাজের জন্য। তারা বারেবারেই উপেক্ষিত থেকেছে, পঠন-পাঠনেও তাদের উপস্থিতি নিতান্তই অল্প। তাছাড়া প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে পূজা-পার্বণের সাথে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন, অতিথি আপ্যায়ন, নাচ- গান বিনোদনেও তাঁরা অনেক অর্থ খরচ করে থাকে। ছেলে-মেয়েদের শৈশব থেকেই পারিবারিক কাজে সহায়তা করতে হত। স্কুলে যাওয়া তাদের হত না কোনদিন। ক্ষেত বা অন্যান্য কার্যে উৎপাদন মূলক শ্রমে বাড়তি বাহুবল হিসেবে অত্যন্ত শৈশব থেকেই তাদেরকে কাজে লাগানো হত। উৎপাদনের উপায় নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে তারা অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদেরকে বিবাহ দিয়ে দিতেন।

তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভাষা সমাজব্যবস্থা নিয়ে গর্ব করার মতো অনেক কিছু থাকলেও দারিদ্রতা ও শিক্ষার অভাবের জন্য তারা অনেকটাই পিছিয়ে আছে। তাদের পরিবার কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সম্পত্তি বা বংশ পরিচয় পিতার থেকে পুত্রে বর্তায়। পূর্বে তাদের মধ্যে যৌথ পরিবারের নিদর্শন থাকলেও বর্তমানে নিজস্ব স্বকীয়তা ও সংস্কৃতির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে একক পরিবারে রূপান্তরিত হচ্ছে।

Reference:

১. গুহ, শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, সোপান,২০১২, কলকাতা-৭০০০৮৪, পৃ. ১৩৫
২. চৌধুরী, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ), দ্বিতীয় ভাগ- পঞ্চম খন্ড, কথা, প্রথম প্রকাশ - ২০১০, কলকাতা - ৭০০০৪৭, পৃ. ৪৩৪
৩. মোহন্ত, বিবেকানন্দ, চরগোলা এক্সোডাস -১৯২১, সৃজন গ্রাফিক্স এন্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর - ১, প্রথম প্রকাশ - ২০১৪, পৃ. ৩০
৪. বৈশ্য, অরূপ, স্বভিমান : Swabhiman, Sunday, November-8, 2015) বরাক উপত্যকার চা- শ্রমিকদের আন্দোলন ও চা- শিল্প
৫. পূর্বোক্ত, Swabhiman
৬. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ, চতুর্থ সংস্করণ, অগ্রাহায়ন - ১৪১০, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৮
৭. Geo. W. Briggs, THE CHAMARS, Association Press (Y.M.C.A), 5 Russel Street, calcutta, 20th April 1920, p. 1
৮. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ -১৯৮৭, কলিকাতা - ১২, পৃ. ৫৭
৯. পূর্বোক্ত, ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা, পৃ. ৫৮
১০. পূর্বোক্ত, ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা, পৃ. ১৩৬
১১. পূর্বোক্ত, ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা, পৃ. ১২৯
১২. পূর্বোক্ত, THE CHAMARS, P. 20
১৩. পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ, অনুবাদক- ফওজুল করিম, ICBS, তৃতীয় মুদ্রণ - এপ্রিল – ২০০০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, পৃ. ৯৮
১৪. Guha Amalendu, Planter-Raj to Swaraj, Freedom Struggle and Electoral Politics in Assam 1826-1947, ICHR, 35 ferozesgah Road, New Delhi - 110001, 1st edition January 1977, p. 132
১৫. (Bhattacharjee Jayanta Bhusan, Cachat Under British Rule in North East India, Radiant Publishers, 1st published in 1977, New Delhi - 110019, p. 277
১৬. মালাকার শ্রী গজেন্দ্র চন্দ্র, কাটলীছড়ার ইতিবৃত্ত, প্রথম সংস্করণ, ২০০০ ইং (২৩শে সেপ্টেম্বর), মুদ্রণে-

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 264 - 272
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কেয়ারটেকার প্রিন্টার্স, এস এস রোড, হাইলাকান্দি, পৃ. ২৩
১৭. পূর্বোক্ত, The Chamars, P. 80
১৮. পূর্বোক্ত, মানব সভ্যতায় কুমারী বলি, পৃ. ৮৭
১৯. চৌধুরী, নারায়ণ, সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি, স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানি, প্রথম সংস্করণ- বৈশাখ- ১৩৬৪, কলিকাতা -৭৩, পৃ. ঘ

ব্যক্তি ঋণ :

১. জ্ঞানলাল রবিদাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, বয়স- ৪৫ বছর, পেশা : চাকুরীজীবী, পোস্ট অফিস : ক্লেভার হাউস, গ্রাম : পানিভরা বস্তি (নতুন বাজার), পিনকোড - ৭৮৮১১২, থানা : ধলাই, পূর্ব নিবাস : উত্তর প্রদেশ। তিনি একজন সমাজ চধরী (মুখিয়া)। উনার বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি, ১৯১৭-১৮ সালে চালানি কুলি হয়ে ওনার পূর্বপুরুষরা এদেশে এসেছিলেন। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১২-০৯-২০২৩
২. কার্তিক রবিদাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৪৪ বছর, পেশা : জুতো সেলাই, গ্রাম : ডুংরিপার (সোনাই), থানা ও পোস্ট অফিস : সোনাই, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৭-৪-২৪
৩. শুকলাল রবিদাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৬০, পেশা- কৃষিকাজ, দিনমজুরি ও করনেট বাদক, গ্রাম যোগিয়াবস্তি (ক্লেভার হাউস : পার্ট ৪), পোস্ট অফিস : নরসিংহপুর, থানা : ধলাই, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ৩১-১ -১৯৯০
৪. শ্রীমতি ফুলন্তি রবিদাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, বয়স : ৪৫, পেশা : কৃষিকাজ ও দিনমজুরি, গ্রাম যোগিয়াবস্তি (ক্লেভার হাউস : পার্ট ৪), পোস্ট অফিস : নরসিংহপুর, থানা : ধলাই, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২-৫-১৯৯৫